জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাই -ফ্লো অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন

মানব সেবাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বি এন্ড টির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোখলেচুর রহমান টিপু তরফদারের নিজস্ব অর্থায়নে জীবননগর উপজেলায় করোনয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য হাই -ফ্লো অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর ।

জানা গেছে, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য রয়েছে ৮টি বেডসহ ভিআইপি ক্যাবিন । যার নিচ তলায় রয়েছে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও ভিআইপি ক্যাবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহারের ব্যবস্থা।

চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সাধারন রোগীদের জন্য সব সময় মজুদ করে রাখা হয়েছে । হাই ফ্লো অক্সিজেন প্লান্টের মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনায় আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিতে পারবেন ।

এ ব্যাপারে বিএন্ড টি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেচুর রহমান টিপু তরফদার বলেন, বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই আমার নিজস্ব অর্থায়নে গত ২৮ শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত আমার চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় নেতাকর্মিদের মাধ্যমে ১৩হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তা প্রদান করেছি ।

শুধু তাই নয় গত ১৫-৫-২০ইং থেকে ৯-৮-২০ইং তারিখ পর্যন্ত দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলায় ৯৩জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৭৪টি পরিবারে লকডাউনে পড়েছিলেন আমার নেতাকর্মিদের মাধ্যমে তাদের প্রতি পরিবারের মাঝে ৩০ কেজি চাউল ১৫ কেজি আলু নগদ ২হাজার থেকে ৬হাজার পর্যন্ত টাকা প্রদান করেছি ।

জীবননগর উপজেলার সাধারন মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমি জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করলাম।যাতে করে জীবননগর উপজেলায় যে সমস্থ ব্যাক্তি করোনায়া আক্রান্ত হয়ে এখানে নিরাপদে চিকিৎসা নিতে পারে ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাপিজুর রহমান,উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন ,জীবননগর পৌর সভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ,ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,

জীবননগর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিপ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন,ডাঃ জুলিয়েট পারউইন,ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু প্রমুখ।

বারাদিতে বিএনপি নেতা শাজাহানের ইন্তেকাল, জেলা বিএনপ ‘র শোক

মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেলা বিএনপির নেতা শাহজাহান সাহান মিয়া আজ সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি জুগিন্দা গ্রামের মৃত সিরাত মালিথার ছেলে।

জুগিন্দা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আকালি জানান, ভোর বেলার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পরই চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

তিনি স্ত্রী, ৪ সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন শোক প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি পরিবার হারালো একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সাংগঠনিক নেতাকে।

যোহরের নামাজ পর মরহুমের জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবার সূত্রে জানাযায়।

সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করছে : রিজভী

সরকার অন্য কোন দেশের চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য নিজ দেশের চামড়া শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রামে তার নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী আহমেদ বলেন, যে সরকার দিনের বেলা ভোট করতে ভয় পায়, রাতের বেলা ভোট করে সে সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করবেনা সেটাই স্বাভাবিক। এবার আমরা দেখেছি কোরবানির চামড়া নিয়ে তেলেসমাতি। কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি না হওয়ায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার গরিব অসহায় এতিমদের পিষে মারছে।

সরকার ট্যানারি মালিকদের কোনো রকম সহযোগিতা করনি। ঋণ না দেওয়ায় ট্যানারি মালিকরা চামড়া ক্রয় করেনি। সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়ার শিল্পকে ধ্বংস করছে। এর উদ্দেশ্য হল অন্য কাউকে, অন্য কোন দেশকে চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ চামড়া বিক্রি করতে না পেরে নদীতে,

রাস্তায়, বা মাটির নিচে পুঁতে রাখছে। প্রতি বছর কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করে গরিব এতিমদের খরচ জোগানো হত। এবার তা হয়নি। গরিব অসহায়দের বঞ্চিত করা হয়েছে । তাদের হক আদায় করা হয়নি। সরকারের গণবিরোধী নীতির কারণেই চামড়া শিল্প ধ্বংস হচ্ছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারের মৃত্যু:: জেলা ও উপজেলা বিএনপি’র শোক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান আক্তার মৃত্যু রবণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)। শুক্রবার ভোর ৫ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আক্তারুজ্জামান আক্তার সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস মালিথার ছেলে।

সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
আক্তারুজ্জামান আক্তারের ভগ্নিপতি শফিউল ইসলাম জানান,আক্তারুজ্জামান আক্তার দীর্ঘদিন যাবত গাংনী পৌর এলাকার ফজলুল হক কিন্ডার গার্ডেনের পাশের একটি বাড়িতে বসবাস করতো। শুক্রবার ভোর ৪ টায় হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করার কারনে অ্যাম্বুলেঞ্চ যোগে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরপরই তার মৃত্যু হয়।

৫ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে আক্তারুজ্জামান আক্তার মেজো। মৃত্যুকালে স্ত্রী,দুটি মেয়ে,ভাই,বোন আন্ত্রীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছে গেছেন।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ

করেছেন।

এ দিকে আর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এ ছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

বৈরুতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী : ফখরুল

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মঙ্গলবার বৈরুতের বন্দর এলাকায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত ও আহতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ ঘটনায় অনেকে নিহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মর্মস্পর্শী এ ঘটনায় আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাসে এ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের নজির পাওয়া দুষ্কর। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে পুরো বৈরুত কেঁপে ওঠে, বিভিন্ন ভবনের জানালা ও দরজার কাঁচ ভেঙ্গে যায় এবং অনেক ভবনের বেলকোনি ধসে পড়ে। আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। এ ক্রান্তিকালে লেবাননবাসী ও তাদের সরকার যে অসীম ধৈর্য্যধারণ করে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করবে।

লেবাননের সরকার ও জনগণ অতিদ্রুত এ সংকট কাটাতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আমি লেবাননের শোকার্ত জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এ মর্মান্তিক বিস্ফোরণে লেবাননবাসীর বেদনার সঙ্গে আমিও সমব্যথী। চারজন বাংলাদেশিসহ যারা ওই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করছি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২১ জন সদস্যসহ চার সহস্রাধিক আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি, যোগ করেন ফখরুল।

এক দশকেও তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি সরকার: মির্জা ফখরুল

দেশে বন্যার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, তিস্তার চুক্তির কথা ফলাও এই সরকার প্রচার করলেও গত এক দশকে সে চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি। উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পানিতে নদী অববাহিকার মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষকে আশা দিয়ে এক দশকেও সরকার তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। অথচ একের পর এক ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ক্রয়সহ অসংখ্য অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত অভিন্ন নদীগুলোর সকল বাঁধ-ব্যারেজের গেট খুলে দেয়ায় উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মহানন্দ, পদ্মা, তিস্তা ও ধরলা নদীর অববাহিকায় ৩৪টি জেলা ইতোমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকটি জেলায় এক মাসের মধ্যে ২-৩বার বন্যার পানি উজান থেকে এসে বাড়ি-ঘর, ফসলের ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

‘ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদী ১৫৪টি। একমাত্র পদ্মার ফারাক্কা বাঁধ ব্যতীত কোনটারই কোনো পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের অনীহার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি’।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, একদিকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে উজানে ভারত থেকে

বন্যার পানি নেমে আসায় সম্পদহানি, বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু, ফসলহানি দেশের মানুষকে সীমাহীন কষ্ট ও অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলেছে।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয় দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয়

দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে এমনভাবে বিল ওঠানো হয় যে মানুষ বেঁচে থাকলেও মরার মতো অবস্থা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘একটা পাপুলকে কুয়েতে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও কত পাপুল যে তৈরি হয়েছে সেটা বলা মুশকিল। দুঃশাসনের মধ্যেই এগুলো তৈরি হবে, পাপুলরা এমপি হবে। তাদের পক্ষে রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি বেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বাস করছে। এই বেষ্টনী ভাঙতে হবে।

রিজভী বলেন, ‘আজ টিউশন ফি বাতিলের দাবি উঠেছে। এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, তার উপরে টিউশন ফি পুরোপুরি দিতে হবে, তার জন্য অভিভাবকরা টিউশন ফি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার কর্ণপাত করছেন না। আর যদি মেগা প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি করার দাবি উঠতো তাহলে তারা খুব দ্রুত কর্ণপাত করতো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন

আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, তাঁতী দলের যুগ্ম-আহ্বয়ক ড. কাজী মনিরুজ্জামান মনির, স্বেচ্ছাসেবক দল উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন